(ক)

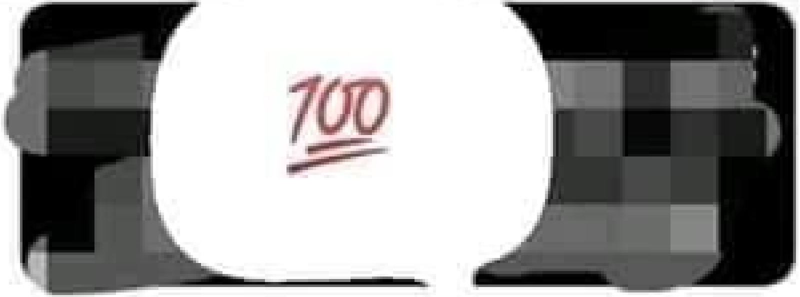

লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য :

প্রত্যেকটি লেনদেনই ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা লেনদেন নয়। লেনদেনের ধারনাটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়ঃ

১) অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্যঃ

লেনদেনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনাকে অবশ্যই অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে নতুবা উক্ত ঘটনাকে লেনদেন বলা যাবে না। যেমনঃ ব্যবসায়ের ম্যানেজারের মৃত্যু একটি ক্ষতি, যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়, তাই এটি কোনো লেনদেন নয়। কিন্তু আগুনে পণ্য পড়ে যাওয়ায় ২০,০০০ টাকা ক্ষতি হলো- এটি একটি লেনদেন।

২) আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনঃ

কোনো ঘটনা দ্বারা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে সেটিই লেনদেন হবে। যেমনঃ নগদ ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো। এখানে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে, সেহেতু এটি লেনদেন। আবার যদি মাসিক ৫,০০০ টাকা বেতনে একজন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হলে কোনো লেনদেন হবে না, কারণ এই ঘটনা দিয়ে আর্থিক অবস্থার এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কোনো লেনদেন হবে না, কারণ এই ঘটনা দিয়ে আর্থিক অবস্থার এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

(৩) দ্বৈত সত্তাঃ

প্রতিটি লেনদেনেই দুটি পক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে (গ্রহীতা) এবং অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে (দাতা) । যেমন- কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হলো ৫,০০০ টাকা। এখানে একটি পক্ষ বেতন খরচ হিসাব এবং অপর পক্ষ নগদান হিসাব।

(৪) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রঃ

লেনদেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি লেনদেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একটি আরেকটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন — ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করে ০৭ দিন পর টাকা পাওয়া গেল। এখানে ধারে বিক্রয় একটি লেনদেন এবং ০৭ দিন পর টাকা প্রাপ্তি আরেকটি লেনদেন।

(৫) দৃশ্যমানতাঃ

লেনদেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে। যেমনঃ আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা। এটা একটি দৃশ্যমান লেনদেন। আবার আসবাবপত্রের অবচয় ১০০০ টাকা একটি অদৃশ্যমান লেনদেন।

(৬) হিসাব সমীকরণে প্রভাব বিস্তারঃ

প্রতিটি লেনদেনেই হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে। লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদান

(৪) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র:

লেনদেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি লেনদেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একটি আরেকটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন – ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করে ০৭ দিন পর টাকা পাওয়া গেল। এখানে ধারে বিক্রয় একটি লেনদেন এবং ০৭ দিন পর টাকা প্রাপ্তি আরেকটি লেনদেন।

(৫) দৃশ্যমানতা:

লেনদেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে। যেমনঃ আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা। এটা একটি দৃশ্যমান লেনদেন। আবার আসবাবপত্রের অবচয় ১০০০ টাকা একটি অদৃশ্যমান লেনদেন।

(৬) হিসাব সমীকরণে প্রভাব বিস্তার:

প্রতিটি লেনদেনেই হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে। লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদান পরিবর্তন সাধিত হয়। "সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব"- এটি হলো হিসাব সমীকরণ। সুতরাং কোনো ঘটনা লেনদেন কি না তা হিসাব সমীকরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

(৭) ঐতিহাসিক ঘটনা:

যে সকল আর্থিক ঘটনা পূর্বে ঘটে গেছে, সেগুলোকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাকে লেনদেন বলা হয়। আবার ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে এমন ঘটনা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করলে অবশ্যই তা লেনদেন বলে গণ্য হবে। যেমন- অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি।

(খ)

তারিখ	লেনদেন কিনা	কারণ
২০২০ জুন – ১	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের নগদ সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও মূলধন বাবদ মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর A ও E উপাদান বৃদ্ধি পায়।
জুন – ৯	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের নগদ সম্পদ হ্রাস পায় ও ভাড়া খরচ বাবদ মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর A ও E উপাদান হ্রাস পায়।
জুন – ১৩	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।
জুন – ২০	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের পাওনাদার বাবদ দায় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয় বাবদ মালিকানা স্বত্ব হ্রায় পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর L উপাদান বৃদ্ধি পায় ও E উপাদান হ্রায় পায় ।
জুন – ২৩	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের নগদ সম্পদ হ্রাস পায় ও পাওনাদারকে

জুন – ১		মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ A = L + E এর A ও E উপাদান বৃদ্ধি পায়।
জুন – ৯	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের নগদ সম্পদ হ্রাস পায় ও ভাড়া খরচ বাবদ মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ A = L + E এর A ও E উপাদান হ্রাস পায়।
জুন – ১৩	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে হিসাব সমীকরণ A = L + E এর কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।
জুন – ২০	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের পাওনাদার বাবদ দায় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয় বাবদ মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ A = L + E এর L উপাদান বৃদ্ধি পায় ও E উপাদান হ্রাস পায় ।
জুন – ২৩	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের নগদ সম্পদ হ্রাস পায় ও পাওনাদারকে পরিশোধ বাবদ দায় হ্রাস পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ A = L + E এর A ও L উপাদান হ্রাস পায় ।
জুন – ২৬	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে হিসাব সমীকরণ A = L + E এর কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।

		পরিবর্তন হয়নি।
জুন – ২০	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের পাওনাদার বাবদ দায় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয় বাবদ মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর L উপাদান বৃদ্ধি পায় ও E উপাদান হ্রাস পায় ।
জুন – ২৩	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের নগদ সম্পদ হ্রাস পায় ও পাওনাদারকে পরিশোধ বাবদ দায় হ্রাস পায় অর্থাৎ হিসাব সমীকরন $A = L + E$ এর A ও L উপাদান হ্রাস পায় ।
জুন – ২৬	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।
জুন – ৩০	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে হিসাব সমীকরণ $A = L + E$ এর কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।

(গ) [redacted]

লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাবসমীকরণে প্রভাব দেখানো হলো:

তারিখ	উদ্বৃত্ত	সম্পদ (A)		=	দায় (L)	+	মালিকানা স্বত্ব (E)	মন্তব্য
		নগদ	আসবাবপত্র		পাওনাদার			
জুন – ১		২০,০০০	৩৫,০০০	=		+	৫৫,০০০	মূলধন
জুন – ৯	উদ্বৃত্ত	২০,০০০	৩৫,০০০	=		+	৫৫,০০০	ভাড়া খরচ
		(৯,০০০)					(৯,০০০)	
জুন – ২০	উদ্বৃত্ত	১১,০০০	৩৫,০০০	=		+	৪৬,০০০	ক্রয়
					৭০০০		(৭০০০)	
জুন – ২৩	উদ্বৃত্ত	১১,০০০	৩৫,০০০	=	৭০০০	+	৩৯,০০০	
		(৭০০০)			(৭০০০)			

জুন – ১		২০,০০০	৩৫,০০০	=		+	৫৫,০০০	মূলধন
	উদ্বৃত্ত	২০,০০০	৩৫,০০০	=		+	৫৫,০০০	
জুন – ৯		(৯,০০০)					(৯,০০০)	ভাড়া খরচ
	উদ্বৃত্ত	১১,০০০	৩৫,০০০	=		+	৪৬,০০০	
জুন – ২০					৭০০০		(৭০০০)	ক্রয়
	উদ্বৃত্ত	১১,০০০	৩৫,০০০	=	৭০০০	+	৩৯,০০০	
জুন – ২৩		(৭০০০)			(৭০০০)			
	উদ্বৃত্ত	৪,০০০	৩৫,০০০	=		+	৩৯,০০০	
		৩৯,০০০		=	৩৯,০০০			

(ঘ)

চালান নং : ...... রাদিফ এন্ড সন্স তারিখ : ২০ জুন ২০২০

....

চালান

ক্রেতার নাম : সাদাফ এন্টারপ্রাইজ

ক্রেতার ঠিকানা : ....

ক্রমিক নং	বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকা
১.	পণ্য ক্রয়			৭০০০

কথায় : সাত হাজার টাকা মাত্র

বিক্রয় শর্ত :

[ভুলত্রুটি সংশোধনযোগ্য] বিক্রেতার স্বাক্ষর